ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

19-January-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ　　وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ　　وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَیِّنُوۡا مَجَالِسَکُمۡ بِالصَّلَاۃِ عَلَیَّ فَاِنَّ صَلَاتَکُمۡ عَلَیَّ نُوۡرٌ لَّکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো কেননা তোমাদের আমার উপর দরূদ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামিউস সগীর, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, আল্লাহভীরু, পরহেজগার, ইবাদত পরায়ণ, আমলদার আলিম, আশিকে রাসূল, সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রেমিক, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গ। আজ আমরা তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কতিপয় মর্যাদা ও কতিপয় উচ্চ গুণাবলি শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক বান্দাদের জীবনী থেকে আলো গ্রহণ করার এবং তাদের দয়ার মাধ্যমে নিজের জীবনকে আলোকিত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে মুজাদ্দীদ পাঠানো হয়

সুনানে আবু দাউদ এর হাদীস: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ يَبۡعَثُ لِهٰذِهِ الۡاُمَّةِ عَلٰى رَاۡسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنۡ يُجَدِّدُ لَهَا دِيۡنَهَا নিঃসন্দেহে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক এই উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে থাকবেন যারা দ্বীনকে পূনরুজীবিত করবেন।

(আবু দাউদ, ৬৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৯১)

পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এই নিয়ম ছিলো যে, একজন নবী عَلَیۡہِ السَّلَام দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করলে আল্লাহ পাক অন্য একজন নবী عَلَیۡہِ السَّلَام কে পাঠাতেন, যিনি দ্বীনের প্রচার করতেন, দ্বীনের মূল ও প্রকৃত শিক্ষা লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। এখন যেহেতু নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের প্রিয় নবী, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শেষ নবী হয়ে তাশরিফ নিয়ে এসেছেন সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবী আসতে পারে না। এই জন্য এই উম্মতের মধ্যে দ্বীনকে পূনরুজীবিত করার এই নিয়ম যে, প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ পাক একজন মুজাদ্দীদ সৃষ্টি করে দেন যিনি দ্বীনকে জীবিত করবেন। লোকেরা দ্বীনের মধ্যে মন্দ আকীদা অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, মন্দ দৃষ্টি ভঙ্গিকে দ্বীনের শিক্ষা বানিয়ে দেয়, কুরআনের সারাংশকে পরিবর্তন করার অপচেষ্টা চেষ্ঠা করে, মন্দ প্রথা, মন্দ প্রচলন দ্বীনের শিক্ষা স্বরুপ মনে করে, অতঃপর আল্লাহ পাক মুজাদ্দীদকে পাঠান যারা সেই মন্দ আক্বিদা, মন্দ দৃষ্টি ভঙ্গি ও মন্দ প্রচলন চিহ্নিত করে দ্বীনের মূল ও প্রকৃত শিক্ষাকে নতুনভাবে স্পষ্ট করে দেয়।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ’ও মুজাদ্দীদ

এই পর্যন্ত অনেক মুজাদ্দীদ দুনিয়াতে আগমন করেছেন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও মুজাদ্দীদ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হিজরীর প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দীদ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন আর হিজরীর ২য় শতাব্দীর মুজাদ্দীদ হলেন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ। **(মুনাকিব ইমাম শাফেয়ী লিল বায়হাকী, ১/৫৫)**

www.dawateislami.net

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্পূর্ণ নাম: মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস, তিনি ১৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, উলামাগণ বলেন: যে দিন ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন সেই দিনই ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জন্ম গ্রহন করেন। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লম্বা দেহের অধিকারি, উত্তম চরিত্রবান, লোকদের পছন্দনীয়, মানুষদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শণকারী, সুন্নাতের উপর আমলকারি, খুব উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইয়ামনে জন্ম গ্রহণ করেন, দু'বছর বয়সে সম্মানিত পিতা ইন্তেকাল করেন, অতএব তাঁর সম্মানিত মা তাকে নিয়ে মক্কা শরীফে তাশরিফ নিয়ে আসেন। ইমাম শাফেয়ী মক্কা শরীফে লালিত পালিত হন। **(মুনাকিবে ইমাম শাফেয়ী লিররাজি, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা)** সেখানে অবস্থান করে ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করেন। আল্লাহ পাক ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্য ইলমে দ্বীনের দরজা খুলে দেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক প্ররিশ্রমী ও ইলমে দ্বীনের প্রতি খুব আগ্রহ রাখতেন। ইমাম শাফেয়ীর বয়স এখনো ১৫ ছিলো তখন মক্কার মুফতিয়ে আযম মুসলিম বিন খালিদ যানজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ফতোওয়া লিখার অনুমতি প্রদান করেন।

(কিতাবুছ ছিকাত লিবনে হিব্বান, ৫ম খন্ড, ৪০৬, ২৯৯৭)

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মর্যাদার মধ্যে হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা হলো যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রিয় নবী, হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একই বংশের। আমাদের প্রিয়

নবী, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পূর্বপূরুষের মধ্যে হতে একজন দাদা হলেন হযরত আব্দে মুনাফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ। ইমাম শাফেয়ীও رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত আব্দে মুনাফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

কুরাইশ গোত্রের ৪ টি শাখা: (১) বনু হাশেম (২) বনু মুত্তালিব (৩) বনু নাওফাল ও (৪) বনু আব্দে শামস। আমাদের প্রিয় নবী, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বনু হাশেম গোত্রের, এই কারনে তাকে রাসূলে হাশেমি বলা হয় এবং ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বনু মুত্তালিব গোত্রের মধ্যে হতে, তাই ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে মুত্তালিবী বলা হয়।

(মুনাকিব ইমাম শাফেয়ী লিররাজি, ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা)

বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব একিই

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মুত্তালিবী, এর ভিত্তিতে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অনেক মর্যাদার অধিকারি ছিলেন;

(১) বনু মুত্তালিব সর্বদা দ্বীন ইসলামের সাহায্যকারী ছিলেন, তারা সর্বক্ষেত্রে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিশ্বস্ত ছিলেন। একারনে হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا بَنُوۡ هَاشِم وَ بَنُوۡ الۡمُطَّلِبۡ شَیۡئٌ وَاحِد নিঃসন্দেহে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব একই বংশের। ইমাম রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পূর্বপুরুষরা দ্বীনের খেদমতকারী ছিলেন তেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও দ্বীন ইসলামের অনেক খেদমত করেছেন। **(মুনাকিবে ইমাম শাফেয়ী লিররাজি, ৩০ পৃষ্ঠা)**

(১) ইমাম রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যেহেতু নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একিই বংশের তাই ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও "রাসূলের বংশের" অন্তর্ভূক্ত। আমরা যখন নামাযে পাঠ করি: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

www.dawateislami.net

مُحَمَّد وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّد (হে আল্লাহ পাক! মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি রহমত নাযিল করুন) আমাদরে এই দোয়াই ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও অন্তর্ভূক্ত। **(মুনাকিবে ইমাম শাফেয়ী লিররাযি, ৩৩ পৃষ্ঠা)** (২) হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنۡقَطِعُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ اِلَّا مَا كَانَ مِنۡ نَسَبِيۡ وَ سَبَبِيۡ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে কিন্তু সেই বংশ যেটা আমার বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত। (তাদের সম্পর্ক ভাঙ্গবে না)

سُبۡحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা কেমন উচ্চ মর্যাদা, কিয়ামতের দিন যখন নফসি নফসির সময় হবে, মা সন্তান থেকে দূরে চলে যাবে, বাবা একমাত্র ছেলে থেকে পিছ ছাড়িয়ে নিবে, ভাই ভাই থেকে দূরে চলে যাবে, বন্ধু বান্ধব আপন আপন চিন্তায় থাকবে, সে সময় কোন বংশ, কোন আত্মীয়, কোন সম্পর্ক কাজে আসবে না কিন্তু কুরবান হয়ে যান!আমাদের প্রিয় নবী, হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বংশ সেই সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই মোবারক বংশ কিয়ামতের ভয়াবহতার সময় কাজে আসবে।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেহেতু রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একই বংশের তাই কিয়ামতের দিন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও মুস্তাফার আচলের সাথে সংযুক্ত থাকবেন اِنۡ شَآءَ الله! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মোবারক বংশও সেই সময় প্রতিষ্টিত থাকবে এবং কিয়ামতের ভয়াবহতায় কাজে আসবে।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কুরাইশ বংশের আলিম

হে আশিকানে রাসূল! কুরাইশী (অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের সাথে বংশের সম্পর্ক) হিসেবে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আরো মর্যাদা

রয়েছে। এর পাশাপাশি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি মর্যাদা এটাও রয়েছে: তিনি কুরাইশি আলিম ছিলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে পাকে রয়েছে: لَا تَسُبُّوۡا قُرَيۡشًا অর্থাৎ কুরাইশকে মন্দ বলো না! فَاِنَّ عَالِمَهَا يَمۡلَاُ الۡاَرۡضَ عِلۡمًا নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে হতে একজন আলিম যমিনকে ইলম দ্বারা ভরপূর করে দিবে।

(মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি, ১ম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা) হাদীস: ৩০৭)

এই হাদীসে পাকে কুরাইশ গোত্রের যে আলিমে দ্বীনের আলোচনা করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। কোটি কোটি হাম্বলিদের সর্দার, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার কাছ থেকে যখনই কোন দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, আমি সর্বপ্রথম সেই মাসআলাকে কুরআন ও হাদীসে তালাশ করতাম, যদি আমি সেই মাসআলার উত্তর কুরআন ও হাদীসে না পেতাম তখন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী থেকে এর উত্তর তালাশ করতাম কেননা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিনি কুরাইশের আলিম, যিনি যমিনকে ইলম দ্বারা ভরপূর করে দিয়েছেন। **(মুনাকিব ইমাম শাফেয়ী লিল বায়হাকী, ১/৫৪)**

যাও! আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক....!

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক দিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন ভাগ্য জেগে উঠলো, উভয় জাহানের নবী, হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী চেহারা উজ্জ্বল হয়ে আমার স্বপ্নে তাশরিফ নিয়ে আসলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: يَا غُلَامُ! مِمَّنۡ اَنۡتَ؟ বৎস! তুমি কোন গোত্রের? আমি আরজ করলাম: مِنۡ رَهۡطِكَ يَا رَسُوۡلَ الله! অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আপনার গোলাম। এতে হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাকে স্নেহ ও দয়া করতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: কাছে এসে যাও! আমি কাছে গেলাম, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের মোবারক থুথু (অর্থাৎ মুখের পানি) আমার মুখে দিয়ে ইরশাদ করলেন: اِمۡضِ بَارَکَ اللّٰہُ فِیۡکَ যাও! আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত দিক। **(মুনাকিব ইমাম শাফেয়ী লিররাযী, ৩৬ পৃষ্ঠা)**

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আংটি দান করলেন

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম: আমি মাতাফে (অর্থাৎ মসজিদে হারমে তাওয়াফের স্থানে) বসেছিলাম, হঠাৎ এক দিক থেকে মুসলমানের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাশরিফ নিয়ে আসলেন, আমি তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাড়াতাড়ি উঠলাম এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাথে আলিঙ্গন করলাম, অতঃপর মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার সাথে করমর্দন করলেন আর তাঁর মোবারক আংটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন।

এই ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন দেখার পর পরের দিন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর নিকট গেলাম, তাকে আমার স্বপ্ন শুনালাম এবং ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন: আপনার মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বুকের সাথে লাগার সৌভাগ্য হয়েছে, এটা জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্তির আলামত, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপনার সাথে মুসাফাহা করেছেন এটা কিয়ামতের দিন নিরাপত্তার সুসংবাদ, এবং হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপনাকে আংটি পরিয়েছেন, এটা এইদিকেরই ইঙ্গিত যে, যেভাবে মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র নাম প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে আপনার নামেরও প্রসিদ্ধি অর্জন হবে। **(মুনাকিবে ইমাম শাফেয়ী লিররাযী, ৩৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আল্লামা বায়হাকি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এ স্বপ্ন বাস্তবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে: এর কিছু দিন পরেই ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রসিদ্ধ হতে লাগলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক দ্বীনি কিতাব লিখেন যার মাধ্যমে তাঁর নাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(মুনাকিব ইমাম শাফেয়ী লিল বায়হাকি, ১ম খন্ড, ১৪৮)

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উচ্চ গুণাবলী

হে আশিকানে রাসূল! ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে উচ্চ মর্যাদা রাখেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমলের ক্ষেত্রেও মধ্যে অনেক উচ্চ মর্যাদাবান, আসুন! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কিছু উচ্চ গুণাবলি শুনি:

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও তিলাওয়াতের আগ্রহ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রাতকে ৩ ভাগে ভাগ করতেন: একভাগ ইলমে দ্বীনের জন্য, একভাগ নামাযের জন্য আর একভাগ আরামের জন্য।

(ইহয়াউল উলুমদ্দীন, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

হযরত রাবিঈ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রতিদিন একটি করে কুরআনে পাকের খতম করতেন। **(তারিখে বাগদাদ, ২য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)** রমযানুল মোবারকে তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিলাওয়াতের আগ্রহ আরো বেড়ে যেতো, তিনি রমযানুল মোবারকে নফল নামাযে ৬০ টি কুরআনে পাকের খতম করতেন। **(ইহয়ায়ু উলুমউদ্দীন, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)**

سُبۡحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু অনুমান করুন! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাধারণ কোন ব্যক্তি নয়, তিনি প্রকৃত মুফতি ছিলেন, লোকেরা তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কাছ থেকে ফতোওয়া জিজ্ঞাসা করতেন তিনি

www.dawateislami.net

লোকদের উত্তর প্রদান করতেন, অনেক বড় আলেম ছিলেন। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোক উপস্থিত হয়ে ইলমের তৃষ্ণা মিঠাতেন, এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তিলাওয়াতে কুরআনের জন্য সময় বের করতেন।

এখন আমরা একটু চিন্তা করি! আমরাও কি তিলাওয়াতে কুরআনের জন্য সময় বের করি? আমাদের মধ্যে হতে প্রত্যেকে মনে মনে চিন্তা করি, কুরআনে করীম আমাদের প্রিয় আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম, সেই প্রতিপালক যিনি আমাদেরকে রিযিক দান করেন, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদের হাজার হাজার নেয়ামত দান করেন, আমরা কি আমাদের সেই প্রতিপালকের পবিত্র কালাম পড়ি? তিলাওয়াত করেছি কত দিন হয়ে গেছে? নিঃসন্দেহে আমাদের সবার ঘরে কুরআনে পাক বিদ্যমান রয়েছে, সেই পবিত্র বরকতময় কিতাব আমরা কতদিন পর আলমারি থেকে বের করি? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই চিন্তার মুহুর্ত এটাই, অনেক আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমরা মোবাইল ফোনের জন্য সময় পায়, সোস্যাল মিডিয়ার জন্য সময় পায়, দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য আমাদের সময় হয়, সফর ও আনন্দ করার জন্য আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু আফসোস! আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্র কালাম পড়ার জন্য অনেক দিন, অনেক সপ্তাহ বরং অনেক মাসেও সময় পায় না আর সময় পাওয়ার অভিযোগ কিই বা করবো, আমাদের তো তিলাওয়াত করার কথা মনেও থাকে না, হয়তো আমরা আমাদের রুটিনে তিলাওয়াতকে শামিলই করি না।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকেও কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করতেন

হযরত হাসান করাবিসী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার অনেকবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর সাথে রাত অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন, মোবারক স্বভাব এটা ছিলো যে, কখনো নামাযে ৫০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন আর কখনো ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের ধরণ এমন ছিলো যে, যখন রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন তখন আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য রহমতের দোয়া করতেন আর যখন আযাবের আয়াত আসতো তখন তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য মুক্তি লাভের দোয়া করতেন। **(তারিখে বাগদাদ, ২য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)**

হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام এর একটি মোবারক দোয়া

سُبۡحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র জীবনীর এ কেমন প্রিয় দিক যে, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কেবল নিজের জন্য নয় সকল মুসলামনের হকে দোয়া করতেন। এটা আল্লাহ পাকের বন্ধু হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام এর মোবারক পদ্ধতি ছিলো, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর একটি দোয়া এ শব্দাবলি দ্বারা বর্ণনা করেছেন:

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیَّ
وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ
یَقُوۡمُ الۡحِسَابُ ﴿۴۱﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, ৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে ও সকল মুসলমানকে, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

দোয়ার মধ্যে কৃপনতা করো না...!

হে আশিকানে রাসূল! দোয়া সর্বোওম ইবাদত বরং হাদীসে পাকে এসেছে: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الۡعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের মগজ। **(তিরমীযি, ৭৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৭১)** দোয়ার একটি সর্বোওম উপকারীতা এটাও রয়েছে যে, দোয়া হচ্ছে ফ্রি নেকী, এতে কোন পয়সা খরচ হয় না, কোন কষ্ট হয় না, ব্যস অন্তরের ধ্যন ও মুখের নড়া-চড়া প্রয়োজন, বরং মুখ নড়া-চড়া না করলেও তখনও মনে মনে দোয়া করা যায়।

কিন্তু দেখা যায়, আমাদের এখানে লোকেরা দোয়ার ক্ষেত্রে কৃপনতা করে, বর্তমানে আমাদের মধ্যে নিজের জন্য দোয়া চাওয়ার লোক অনেক কম, যারা নামায পড়ে, দ্বীনের মানসিকতা রাখে তারা সাধারণত দোয়ার দিকে মনোযোগ দেয়, অন্যতায় অনেক লোক আছে যারা কষ্টের শিকার হলে, পেরেশান গ্রস্থ হলে, অসুস্থ হলে, ঋণগ্রস্থ হলে তারা তখন অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে কিন্তু দোয়া করে না, অথচ হাদীসে পাকে দোয়াকে মুমিনের হাতিয়ার বলা হয়েছে। **(মুসতাদরক, ২ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা হাদীস: ১৮৫৫)**

অতঃপর যেসব মানুষ দোয়া করে তাদের মধ্যে হতে অনেক এমন রয়েছে যারা নিজের জন্য দোয়া করে কিন্তু অন্য মুসলমানের জন্য দোয়া করে না, আমাদের উচিত নিজের জন্যও দোয়া করা এবং অন্যের জন্যও মনে করে অবশ্যই দোয়া করা, اِنۡ شَآءَ الله! এর অগণিত বরকত নসিব হবে।

অন্যের জন্য দোয়া করার সাওয়াব

আ'লা হযরতের পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (দোয়ার আদব): (এটা যে, বান্দা) যখন

নিজের জন্য দোয়া করবে তখন সকল মুসলমানকে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিবে। (অর্থাৎ সকল মুসলমান নর-নারীর জন্যও দোয়া করবে)। **(ফাযায়িলে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)**

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই আদবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন (যার সারাংশ হলো): সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করার হিকমত হলো এটা যে, দোয়াকারী বান্দা যদি নিজের দোয়া কবুল করাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে মুসলমান বান্দাদের উসিলায় নিজের লক্ষ্য স্থলে পৌছে যাবে। হযরত সাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: আমার সাথে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মুসলমান নর নারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করে, কিয়ামতের দিন যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন এক আহবান কারী আহবান করবে: এ হলো সেই ব্যক্তি যে তোমাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করতো, অতঃপর সেই মুসলমানরা তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। **(ফযায়িলে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)** ✶ এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি নামাযে মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করবে না, সেই নামায অস্পূর্ণ **(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৭৮)** ✶ এক ব্যক্তি এভাবে দোয়া করছিলো: اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡلِیۡ হে আল্লাহ পাক! আমাকে ক্ষমা করুন। আমাদের প্রিয় নবী, হুযুরে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার এই দোয়া শুনে ইরশাদ করলেন: যদি দোয়া করতে (অর্থাৎ অন্য মুসলমানের জন্যও দোয়া করতে) তাহলে তোমার দোয়া কবুল হয়ে যেতো। **(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা)** ✶ হাদীসে পাকে রয়েছে: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পরিবর্তে একটি নেকী লিখে দিবে। **(জামিউস সগীর, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪১৯)**

سُبۡحٰنَ الله হে আশিকানের রাসূল! খুশিতে মেতে উঠুন! কোটি কোটি বরং শত কোটি নেকীর সহজ ব্যবস্থাপত্র হাতে এসে গেলো, নিঃসন্দেহে হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত শত কোটি মুসলমান দুনিয়াতে এসে গেছে আর কোটি কোটি মুসলমান এখনও দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে, যদি আমরা চিন্তা করি এবং সকল মুসলমানের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি তখন اِنۡ شَآءَ الله! আল্লাহ পাকের রহমতে শত কোটি নেকীর হকদার হয়ে যাবো এবং সময়ই বা কতটুকু লাগবে? কয়েক সেকেন্ড। উচিত তো প্রত্যেক নামাযের পর বরং সারাদিনে সময় সময়ে এভাবে দোয়া করতে থাকুন:

اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَلِکُلِّ مُؤۡمِنٍ وَّ مُؤۡمِنَةٍ

হে আল্লাহ পাক! আমার ও প্রত্যেক মুসলমান নর নারীকে ক্ষমা করুন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্যও অধিকহারে দোয়া করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর মাযার পাকের বরকত

হে আশিকানে রাসূল! দোয়া করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর আরেকটি সুন্দর নিয়ম ছিলো, সেটা এই যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আউলিয়াগণের মাযারে উপস্থিত হয়ে দোয়া করতেন। তিনি নিজেই বলেন: আমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখিন হতাম, তখন আমি দুই রাকাত নামায আদায় করতাম এবং ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে দোয়া করতাম তখন আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সমাধান করে দিতেন। **(ফাযায়ীলে দোয়া, ১৩৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দীদ, আলিমে কুরাইশ হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের সমস্যার সমাদানের জন্য আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে উপস্থিত হতেন এবং মাযারে উপস্থিতিকে সমস্যার সমাধান হওয়া এবং দোয়া কবুলের মাধ্যম মানতেন।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বড় দানশীল ছিলেন

হে আশিকানে রাসূল! হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র গুণাবলির মধ্যে একটি অনেক সুন্দর গুণ এটাও ছিলো যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বড় দানশীল ছিলেন, হাজার হাজার টাকা খুশি মনে গরিবদের মাঝে বন্টন করতেন। হযরত হুমায়দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোন কাজে ইয়ামেনে সফরে যান, যখন তিনি মুক্কা মুকাররমাতে ফিরে আসলেন তখন তাঁর নিকট ১০ হাজার দিরহাম ছিলো (অর্থাৎ স্বর্ণের মুদ্রা) ছিলো। অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শহরের বাইরে তাবু গাড়লেন, মানুষ তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিকট আসতে লাগলো, তিনি তাদেরকে সম্পদ দান করতে থাকেন। যখন তিনি তাবু থেকে বাইরে বের হলেন তখন সমস্ত সম্পদ (অর্থাৎ ১০ হাজার স্বর্ণের মুদ্রা) আল্লাহ পাকের রাস্তায় বন্টন করে দিলেন। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৫১ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা)**

মহরের টাকা আদায় করে দিলেন

হযরত রাবিঈ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا বলেন: যখন আমার বিয়ে হলো তখন হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বললেন: মহর কতটুকু ধার্য করেছো? আমি আরজ করলাম: ৩০ দিনার, তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন: তার মধ্যে কতটুকু আদায় করেছো? আমি আরজ করলাম: ৬

দিনার, এতটুকু জিজ্ঞাসা করার পর ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চলে গেলেন। পরে আমার নিকট একটি প্যাকেট পাঠালেন, যার মধ্যে সম্পূর্ণ ২৪ দিনার ছিলো। অর্থাৎ মহরের অবশিষ্ট যত টাকা বাকি ছিলো আর রাবিঈ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর দায়িত্বে আবশ্যক ছিলো তিনি তাঁর কাছ থেকে চাইলেনও না, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চাওয়া ব্যতিত তাকে সেই মূল্য দিয়ে দিলেন।

(শুআবুল ঈমান, ৭ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা হাদীস: ১০৯৬২)

سُبۡحٰنَ الله এটা হলো দানশীলতা...! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজে জানতে পারলেন যে, মহর এর অনেক টাকা এখনো দায়িত্বে অবশিষ্ট রয়েছে, অতঃপর জানার পর কেবল সান্তনা দেননি বরং নিজে সেই মূল্য দিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও দানশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন। হায়! আমাদের অন্তর থেকে সম্পদের ভালোবাসা বের হয়ে যেতো, বিশ্বাস করুন! আমাদের অন্তরে সম্পদের অনেক লোভ রয়েছে। পকেট থেকে টাকা বের করতে মন বাধা দেয়, গরিবকে দেয়ার জন্য বড় নোট বের করার সাহসও হয় না। হায়! যদি এই লোভ শেষ হয়ে যেতো, আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বন্টনকারী হয়ে যেতাম, اِنۡ شَآءَ الله আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিজ ভান্ডার থেকে অগণিত রিযিক দান করবেন, আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন।

উপহাসকারীর জন্য কল্যাণের দোয়া.....!

একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দর্জির কাছ থেকে জামা সেলাই করালেন, সেই দর্জি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে চিনতেন না, তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানা ছিলো না, তাই সেই দর্জি ইচ্ছাকৃতভাবে উপহাস করে জামার একটি আস্তিন ছোট করে দিলো আরেকটি আস্তিন লম্বা করে

দিলো যে, তাতে মাথাও প্রবেশ করতে পারবে। যখন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে সেই জামা পেশ করলেন তখন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দেখে বললেন: আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, ছোট আস্তিনে অযুতে উপরে উত্তোলন করার জন্য উত্তম আর লম্বা আস্তিনে কিতাব রাখা যাবে।

এখনো ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কথা-বার্তা বলছিলেন সেই যুগের খলিফার একটি প্রতিনিধি ১০ হাজার দিরহাম নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন, দর্জিও পাশে বিদ্যমান ছিলো, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রতিনিধিকে বললেন: দর্জিকে সেলাই করার মূল্য দিয়ে দিন।

এখন দর্জি আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এ কোন ব্যক্তি, যার জন্য খলিফার প্রতিনিধি টাকা নিয়ে আসলেন, দর্জি প্রতিনিধির কাছ থেকে যখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন: এই হলো হলো ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এটা শুনতেই দর্জি তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তিনি পা স্পর্শ করে ক্ষমা চাইলেন আর ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে অবস্থান করতে থাকেন। **(হিকায়াত আউর নসিহত, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কি সুন্দর চরিত্র ছিলো, এই ঘটনাতে একটি বিষয় বড় আশ্চর্যজনক, দেখুন দর্জি জামার একটি আস্তিন ছোট বানিয়েছে আর আর আরেকটি আস্তিন জেনে বুঝে অনেক লম্বা বানিয়েছে, দর্জিতো উপহাস করেছে কিন্তু ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পারদর্শীতার প্রতি শত কোটি মারহাবা! তিনি তা থেকে ভালো দিক বের করে নিলেন ও দর্জিকে কল্যাণের দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন।

www.dawateislami.net

আজ-কাল এটা অনেক কঠিন কাজ, উত্তম দিক তালাশ করাতো অনেক দূরের কথা আমাদের এখানে লোকেরা ভালো দিকটাও মন্দ দিক তালাশ করার চেষ্টা করে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ কেমন মহান লোক ছিলেন যে, তাঁরা মন্দ কাজেও ভালো দিক তালাশ করতেন।

হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর ঘটনা

হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا থেকে বর্ণিত: বসরাতে এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারের শাস্তিতে শূলিতি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে, হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তার পাশ দিয়ে গমন করলেন তখন বললেন: এটা সেই জিহ্বা, যা দ্বারা তুমি لَا اِلٰهَ اِلَّا الله পড়তে। **(তবকাতুস সওফিয়া, ৩৮০ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! একজন ব্যক্তি যাকে কবিরা গুনাহের শাস্তিতে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো, হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তার মন্দ আলোচনা করেনি বরং তার ব্যাপারে উত্তম দিক তালাশ করে তার উত্তম আলোচনা করেছেন। হায়! আমরাও ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করার, ভালো দেখার, ভালো শুনার ও ভালো বলার অভ্যাস হতো যে, মন্দ জিহ্বা মন্দ অন্তর প্রতিফলিত করে।

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিশ্চুপ স্বভাবের ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহবার সতর্কতা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার মূল বিষয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: তোমরা যাকে দেখবে যে, তাকে নিরবতার নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার সঙ্গ অবলম্বন করো কারণ এই ধরনের ব্যক্তিদের হিকমত দান করা হয়। **(ইবনে মাজা, ৬৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১০১)**

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও জিহবার সতর্কতার মধ্যে পারদর্শী ছিলেন, হয়তো এই কারণে আল্লাহ পাক তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞার নেয়ামত দান করেছেন। একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিশ্চুপ ছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আরজ করা হলো: আপনি নিরবতা কেন অবলম্বন করলেন? উত্তর কেন দিলেন না? বললেন: আমি এটা চিন্তা করছি যে, উত্তর দেয়াতে কল্যাণ নিহিত নাকি চুপ থাকার মধ্যে। **(ইহয়াউল উলুমদ্দীন, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)**

مَاشَآءَاللهِ! কেমন হিকমত পূর্ণ কথা, ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীর সারাংশ: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মোবারক ধরণ দ্বারা ২টি বিষয় বুঝা গেলো: (১) একটি এটা যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কথা বলার পূর্বে চিন্তা করতেন। (২) ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কথা বলার ক্ষেত্রে অনর্থক ও সাওয়াবের দৃষ্টি রাখতেন যে, যদি কথা বলাতে উত্তম হয়, সাওয়াবের মাধ্যম হয় তাহলে বলতেন, অন্যতায় নিশ্চুপ থাকতেন।

হায়! আমাদেরও কথা বলার পূর্বে চিন্তা করার অভ্যাস নসিব হতো, অন্যতায় অবস্থা অনেক নাজুক, আমাদের মুখ যখন চলে তখন চলতেই থাকে, গীবত, চুগলী, মিথ্যা, অপবাদ আর জানিনা কেমন কেমন গুনাহ সাধারণ কথা-বার্তার মধ্যে করছি আর আমাদের জানাও থাকে না, আল্লাহ পাক আমাদের মুখের হিফাযতের চিন্তা করার তৌফিক দান করুন।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমাকে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (অর্থাৎ জিহ্বা) এবং উভয় পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) এর নিরাপত্তা দিবে আমি তাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দিবো। **(বুখারী, ১৫৯১ পৃষ্ঠা, ৬৪৭৪)**

www.dawateislami.net

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মুখকে মিথ্যা গীবত, নাজায়েয কথা বলা থেকে বিরত রাখবে, নিজেকে ব্যভিচারের দিকে যেতে দিবে না। (জান্নাতের মালিক, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দিয়েছেন।) মুফতি সাহেব আরো বলেন: (যে বান্দা নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে) স্পষ্ট এটা যে, এসব মুসলমান মুমিন মুত্তাকি হবে। মনে রাখবেন! প্রায় ৮০% গুনাহ মুখ দিয়ে হয়ে থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬ খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! অনুমান করুন! জিহ্বা কেমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যে ব্যক্তি জিহ্বার হিফাযত করে নিবে, জিহ্বাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে সফল হয়ে যাবে এবং এর সাথে সাথে ব্যবিচার ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দিয়েছেন আর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিরাপত্তা আল্লাহ পাকের নিরাপত্তা।

অনর্থক কথা গোলাম বানিয়ে নেয়

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সঙ্গি হযরত রাবিঈ’ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: হে রাবিঈ! অনর্থক কথা বলো না কেননা যখন তুমি কথা বলে ফেলবে তখন সেই কথা তোমার উপর বিচারক হয়ে বসবে আর তুমি তার গোলাম হয়ে যাবে। **(আল মুস্তাতরিফ ফি কুল্লি ফান্নি মুস্তাতরিফ, ১ম খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)**

কথা বলার পূর্বে চিন্তা করুন....!

একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখন তুমি কোন কথা বলবে তখন প্রথমে এর উপর চিন্তা করে নিবে! যদি তোমার কোন উপকার দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে বলে নাও আর যদি তুমি আশংকায় পড়ে

যাও (যে, বলা উপকার আছে নাকি নেই) তাহলে নিশ্চুপ থাকো। **(আল মুস্তাতরিফ ফি কুল্লি ফান্নি মুস্তাতরিফ, ১ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)** আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জিহ্বার সতর্কতা নসিব করুন। আমিন।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি ভালবাসা

হে আশিকানে রাসূল! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি অনেক বড় সুন্দর গুণ এটা যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ ও পবিত্র আহলে বাইতকে খুবই ভালবাসতেন। সময় সময়ে সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ ও পবিত্র আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করা, যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা, সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইতের ব্যাপারে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া লোকদের নেকীর দাওয়াত দেয়া, তাদেরকে উত্তম প্রন্থায় বুঝানো ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর স্বভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিলো, একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: সাহাবায়ে কিরামগন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ ঐ মোবারক ব্যক্তিত্ব যে, তাদের প্রসংশা সমস্ত জাহানের প্রতিপালক করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ তারাই যাদের ব্যাপারে কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে প্রশংসা রয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ হচ্ছেন তারাই আল্লাহ পাকের হাবীব হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ হচ্ছে অহী অবতীর্ণ করার শাহিদ (অর্থাৎ সাক্ষী)। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ আমাদের নিকট পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সাহাবাগণ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ আমাদের চেয়েও বেশি জ্ঞানী, সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চঁ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সাহাবায়ে

www.dawateislami.net

কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর এই মর্যাদা যে, তারা সবাই যে কথার উপর ঐক্যমত হয়ে যায় সে কথা দ্বীনের দলিল হয়ে যায় এবং যদি কোন একজন সাহাবী একটা কথা বলে তখন এই কথার বিরুদ্ধে বলার কারো সাহাস নেই, কেবল একজন সাহাবীর কথাও আমাদের জন্য দলিল।

(মুনাকিবে ইমাম শাফেয়ী লিররাযি, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

এভাবে আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন:

يَا آلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ حُبُّكُمْ فَرْضٌ مِّنَ اللهِ فِي الْقُرْآنِ اَنْزَلَهُ

يَكْفِيْكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْفَخْرِ اَنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ

<u>ব্যাখ্যা</u>: হে সম্মানিত আহলে বাইত! তোমাদের ভালবাসা আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ফরয করেছেন, তোমাদের এই গর্ব যথেষ্ট যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রতি দরূদ পড়া হয় না নামায সম্পূর্ণ হয় না।

রুহানী চিকিৎসা বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনের প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি বিভাগ হলো “রুহানী চিকিৎসা”। যেটা দিন-রাত প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসহায় দুঃখি উম্মতের দুঃখ দূরিভূত করতে সদা ব্যাস্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ অসহায় উম্মতের আগ্রহে এই বিভাগের পক্ষ থেকে মাসে লক্ষ লক্ষ অসুস্থ্য ও পেরেশানগ্রস্থদের সমাধানের জন্য লোকদের মধ্যে প্রায় ৪ লাখেরও বেশি তাবিজ ও ওযীফায়ে আত্তারিয়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একেবারে ফ্রি বন্টন করা হয়। তাবিযাতে আত্তারীয়ার বরকত কেবল কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা শহর

পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং মুরশিদের দেশের সমস্ত বিভাগে শত শত শহরে শত শত স্টল বসানো হয়, তার পাশা-পাশি অন্যান্য দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ ও ভারত ইত্যাদিতেও তাবিযাতে আত্তারিয়ার শত শত স্টলের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নসিহত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে বাগদাদের কোন একটি এলাকাতে ছিলাম, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন যুবককে দেখলেন, সে অযু ভালোভাবে করছে না, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন: হে যুবক! তোমার অযু ঠিকভাবে করো, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার প্রতি দয়া করবেন। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এটা বলে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, সে যুবক ইলমের কথা শুনে অযু সম্পন্ন করে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পেছনে পেছনে উপস্থিত হয়ে গেলেন, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি কোন কাজ আছে? তখন যুবক আরয করলো: জ্বী হ্যা! আমাকেও ইলম শিখিয়ে দিন। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: জেনে রাখ! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের পরিচিতি (মারিফত) অর্জন করে নিলো, সে মুক্তি পেয়ে গেলো, যে আপন দ্বীনের ব্যাপারে ভয় করলো সে ধ্বংস থেকে বেঁচে গেলো, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সাধনা অবলম্বন করলো, কাল কিয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে তখন তার চক্ষু শীতল হবে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরো বলেন: যে বক্তির মধ্যে তিনটি গুণ একত্রিত হয়ে যাবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে: (১) যে নেকীর নির্দেশ দিলো এবং নিজেও

www.dawateislami.net

সেটার উপর আমল করলো (২) : যে মন্দ থেকে নিষেধ করে আর নিজেও তা থেকে বিরত থাকে (৩) যে আল্লাহ পাকের সীমা রক্ষা করবে।

অতঃপর বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতের প্রত্যাশি হয়ে যাও! নিজের প্রতিটি কাজে আল্লাহ পাকের সাথে সত্যের আপোষ করো! যদি এমন করো তাহলে মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(ইহয়াউল উলুমদ্দীন, ১ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো কতইনা সুন্দর শিক্ষনীয় নসিহত, আল্লাহ পাক আমাদের এসব নসিহতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এই ঈমান সতেজকারী ঘটনা থেকে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই দিকটা প্রকাশ পায় যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নেকীর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক আগ্রহী ছিলেন, দেখুন! তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে অযুতে ভূল করতে দেখলেন, তিনি আসলে তাকে শিখানোর জন্য আসেন্নি, কেবল সেদিক দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তারপরও তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই ব্যক্তিকে সঠিক প্রদ্ধতিতে অযু করার উৎসাহ দিলেন, বুঝা গেলো, যে মুবাল্লিগ হয়, সেই প্রতিটি স্থানে প্রতিটি অবস্থায় মুবাল্লিগই হয়ে থাকে। নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য এটা প্রয়োজন নেই যে, আমরা এলাকায়ে দাওরাতেই নেকীর দাওয়াত দিবো, যখন মাদানী কাফেলাতে সফর হবে তখনই নেকীর দাওয়াত দিবো বরং আমাদের উচিত যে, যখন যেখানে যে স্থানে মন্দ দেখবো হিকমত সহকারে উত্তম প্রন্থার বহিঃপ্রকাশ করে নম্রভাবে নেকীর দাওয়াত দিবো এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবো। দেখুন! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কেমন প্রিয় নসিহত করলেন, যে ব্যক্তি নিজে নেকী করবে এবং অন্যকে নেকীর দাওয়াত দিবে, নিজেই গুনাহ

www.dawateislami.net

থেকে বাচবে এবং অন্যকেও গুনাহ থেকে বাঁচার নির্দেশ দিবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সীমা, তার আহকামের হিফাযত করবে সেই ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদের নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং অন্যকে বাঁচানোর তৌফিক দান করুন। আমিন।

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে এক দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা

হে আশিকানে রাসূল! নেককার নামাযী হওয়া, সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ভালবাসা অন্তরে বৃদ্ধি করা, নেককার নামাযী হওয়া ও নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনি কাজের মধ্যেও খুব অগ্রসর হয়ে অংশ নিন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ! দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসিব হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা। মুসলমানের ইজতিমা শরয়ীতের আহকাম শিখার একটি অনেক বড় মাধ্যম এবং তাদের জন্য যদি কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করে নেয়া যায় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে একটি সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ যখন মদিনাতে ইসলাম ব্যাপক হলো এবং শহর ও আশে-পাশের লোকেরা দলে দলে ইসলামের ছায়া তলে প্রবেশ করতে থাকে তখন হযরত মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নবীর দরবার থেকে জুমা কায়েম করার নির্দেশ দিলেন। **(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/ ১৪৩)** যাতে সেই দিনে সমাগমকারীদের একত্রিতভাবে ইসলামের আহকাম শিখাতে পারে। অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও জুমা রাতের দিন লোকদের ওয়াজ ও

নসিহতের জন্য নির্দিষ্ট করে ছিলেন। (বুখারী, ৯১ পৃষ্ঠা হাদীস: ৭০) অতএব ওয়াজ ও নসিহতের এই ধারা অব্যাহত ছিলো যার মধ্যে তিলাওয়াতে কুরআন ও নাতে রাসূল, সুন্নাতে ভরা সংশোধন মূলক বয়ান, আল্লাহ পাকের যিকির, চিত্তাকার্ষক দোয়া ও সালাতুস সালাম হতো, আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে সংগঠিত সপ্তাহিক সুন্নাতে ভারা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিন, اِنْ شَآءَ الله ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করার বরকতে ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং নিজের সংশোধনের সুযোগ হবে।

উত্তম চরিত্র সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন উত্তম চরিত্র সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ করেন: প্রত্যেক উত্তম আচরণ সদকা, ধনির সাথে হোক বা গরীবের সাথে। (মাজমাউজ যাওয়ায়িদ, ৩/ ৩৩১, হাদীস: ৪৭৫৪) (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে তার উচিত আত্নীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। (বুখারী, ৪/ ১৩৬, হাদীস: ৬১৩৮) ✶ কোরআন ও হাদিসের মধ্যে সাধারণভাবে আত্নীয়স্বজন ও নিকট আত্নীয়স্বজনের সাথে উওম আচরণ করার হুকুম রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮) ✶ উওম আচরণ করার ক্ষেত্রে পিতামাতা সবচেয়ে বড়। (রদ্দুল মুহতার, ৬৭৮) ✶ উত্তম আচরনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, হাদিয়া ও উপহার প্রদান করা আর যদি তাদের কোন কাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তখন সে কাজে তাদের সহযোগিতা করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাক্ষাতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা করা, তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা, তাদের সাথে ভক্তি ও নম্রভাবে ব্যবহার করা। (দুরার, ১/ ৩২৩)

ঘোষণা

উত্তম আচরণ সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যাতী হালকাতে বর্ণনা করা হবে তাই সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যাতী হালকাতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)